বৈষ্ণব তন্ত্র
gaudiya scripture

বৈষ্ণব তন্ত্র

বৈষ্ণব তন্ত্র তথা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের
প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রিত
অর্জুনসখা দাস

Gaudiya Scripture

ভূমিকা

তন্ত্র বলতে যে কেবল শাক্ত আচার নির্দেশকারী শাস্ত্র কেই বোঝায় তা নয় অনেক বৈষ্ণব তন্ত্র ও রয়েছে। যেসব তন্ত্র বৈদিক সিদ্ধান্ত ও আচার অনুসরণ করে সেগুলি বৈষ্ণব তন্ত্র। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য গণ ও এই সমস্ত তন্ত্র থেকে অনেক উদ্ধৃত করেছেন। *শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন "আত্মবিজ্ঞানের সাথে যে তন্ত্রের মিল আছে তা সাত্বত তন্ত্র। আত্মার যেখানে জড়ানুভূতি সেখানেই নানা বেদ বহির্ভূত মত"* সনাতন গোস্বামী কৃত হরিভক্তিবিলাসেই অনেক গুলি তন্ত্রের নাম রয়েছে। বৈষ্ণব তন্ত্র কে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলা হয়। পঞ্চরাত্র কথার অর্থ হল পঞ্চবিধ জ্ঞান। রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান, জ্ঞান পঞ্চবিধ। নির্গুণ জ্ঞান, বিশুদ্ধসত্ত্বজ্ঞান বা অপ্রাকৃতজ্ঞান , প্রাকৃত জ্ঞান যথা সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক। এই পঞ্চবিধ জ্ঞান যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয় তাকে পঞ্চরাত্র বলে। যথা নারদ পঞ্চরাত্রে—

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্। তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মণীষিণঃ।।
(নারদপঞ্চরাত্র ১/৫৭)

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ঈশ্বর সংহিতায় বলা হয়েছে শ্রীনারায়ণের পঞ্চ আয়ুধ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও খড়্গ এর অবতার যথাক্রমে শান্ডিল্য, ঔপগায়ন,

মৌঞ্জায়ন, কৌশিক, ও ভরদ্বাজ এই পঞ্চ ভক্ত যোগী মিলিত হয়ে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রচারার্থে তোতাদ্রী শিখরে সুদুস্তর তপস্যা করেন। তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে জগৎ প্রভূ বাসুদেব প্রত্যেককে এক এক অহোরাত্র যে উপদেশ প্রদান করেন তা থেকে সেই মুনি শ্রেষ্ঠগণ যেসকল শাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাই সর্বলোকে পঞ্চরাত্র নামে খ্যাত হয়।

পঞ্চায়ুধাংশাস্তে পঞ্চ শান্ডিল্যশ্চৌপগায়নঃ।
মৌঞ্জায়নঃ কৌশিকশ্চ ভারদ্বাজশ্চ যোগিন্।।
তে মিলিত্বা সমালোচ্য বিষ্ণোরারাধনেচ্ছয়া।
অভিসংগম্য তোতাদ্রৌ তপশ্চক্রু সুদুস্তরম্।।
তেষা তু তপসা তুষ্টো বাসুদেবো জগৎপতিঃ।।
(ঈশ্বরসংহিতা ২১/৫১৯-৫২১)
আদ্যমেকায়নং বেদং রহস্যাম্নায় সংজ্ঞিতম্।
দিব্যমন্ত্রক্রিয়োপেতং মোক্ষৈকফল লক্ষণম্।।
পঞ্চাপি পৃথগেকৈকং দিবারাত্রং জগৎপ্রভূঃ।
অধ্যাপয়ামাস যতস্ততস্তৎ মুনিপুঙ্গবাঃ।
শাস্ত্রং সর্বজনৈর্লোকে পঞ্চরাত্রমিতীর্যতে।।
(ঈশ্বরসংহিতা ২১/৫৩১-৫৩২)

পঞ্চরাত্র শাস্ত্র তথা বৈষ্ণব তন্ত্রের প্রামাণিকতার প্রমাণ:-

১) মহাভারত

মহাভারতে অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা পাঞ্চরাত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়েছে।

সাংখ্য, পাশুপত ইত্যাদি শাস্ত্র জীব রচিত। একমাত্র পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের ই বক্তা স্বয়ং ভগবান তাই তা শ্রুতিতুল্য। যথা—

জন্মেজয় উবাচ
সাংখ্যংযোগং পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেবচ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে! লোকেষু প্রচরন্তি হ।
কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙনিষ্ঠানি বা মুনে!
প্রব্রুহি বৈ ময়া পৃষ্টঃ প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্।।
মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৩৩/
(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং পৃ ৩৭৫২

অনুবাদ:- জন্মেজয় বললেন হে ব্রহ্মর্ষি! সাংখ্যজ্ঞান, যোগজ্ঞান, পাঞ্চরাত্র জ্ঞান, ও উপনিষদুক্ত জ্ঞান, এই চার প্রকার জ্ঞান জগতে প্রচলিত আছে। এই চারটি কি একত্রে মুক্তির কারন? না পৃথক পৃথক ভাবে মুক্তির কারন? এই বিষয়ে লোকের ক্রমিক প্রবৃত্তির বিষয় টি বলুন।

সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদা পাশুপতং তথা।

জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে! বিদ্ধি নানামতানি বৈ।।
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষি স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতন্।।
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষি প্রবদন্তীহ কেচন।।
উমাপতির্ভূতপতি শ্রীকন্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যাগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ।।
পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।।
মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৩৩/ ৬৩-৬৭
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং পৃ ৩৭৬৫
পুণা সং মহা.শা. ৪৪৭/৬৮

অনুবাদ:- রাজর্ষি সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র বেদ ও পাশুপত নামে নানা ব্যাক্তির অভিমত এই সকল জ্ঞান ও আপনি অবগত আছেন। সাংখ্য জ্ঞানের বক্তা কপিল, তাকে মহর্ষি বলা হয়। আর যোগের প্রবক্তা ব্রহ্মা, কিন্তু পুরাতন আর কেউই তার অভিজ্ঞ ছিল না। অপান্তরতমা ঋষিকে বেদের আচার্য্য বলা হয়। কেউ তাকে প্রাচীনগর্ভ নামেও বলে থাকেন। উমাপতি ভূতপতি, শ্রীকন্ঠ, ও ব্রহ্মার পুত্র শিব অনাকুল থেকে এই পাশুপত শাস্ত্র বলেছিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ ভগবান নারায়ণ ই সমস্ত পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা।

মহাভারতে বলা হয়েছে বদরিকাশ্রমে স্বয়ং নারায়ণ নারদ কে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র উপদেশ করেন। নারদের থেকে শান্ডিল্য ঋষি সেই উপদেশ লাভ করেন।
(পুণা সং শান্তিপর্ব ৩৫৭/৬৮**)**

ইদম্ মহোপনিষদম্ চতুর্বেদ সমন্বিতম্ ।
সাঙ্খ্য যোগ কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্ ॥
নারায়ণমুখোদগীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ।
শান্তিপর্ব ৩৪৮/৬২-৬৩
অনুবাদ:- প্রসিদ্ধ মহোপনিষৎ, চতুর্ব্বেদ, ও সাংখ্যযোগ সমন্বিত হয়ে পঞ্চরাত্র নামে খ্যাত হয়েছে। এই শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বক্তা নারায়ণ, ও দ্বিতীয় বক্তা শ্রীনারদ,

মহাভারতে ভীষ্মদেব বলেছেন
ব্রাহ্মণৈ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।
অর্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ।
সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।।
মহাভারত ভীষ্মপর্বে ৬৬/৩৯

অনুবাদ:- যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কর্ত্তৃকও শ্রীমাধব অর্চনীয়, সেব্য ও পূজণীয় হন। সাত্বত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ই কীর্তিত হয়েছেন।

মহাভারত শান্তিপর্বে ৩৩৭ অধ্যায়ে নারদ নারায়ণ এর ২০০টি নাম বলেছেন তার মধ্যে **পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চরাত্রিক, পঞ্চকালকর্ত্তৃপতি** যিনি পঞ্চযজ্ঞের ভোক্তা, পঞ্চকাল ব্যাপী আচার এর ভোক্তা, ও পঞ্চরাত্র অনুসারী গণের আশ্রয়।
পঞ্চকাল ব্যাপি আচার হল

২) শতপথ ব্রাহ্মণ
শতপথ ব্রাহ্মণ এ বলা হয়েছে পরম পুরুষ নারায়ণ পাঁচদিন ধরে পুরুষমেধ যজ্ঞ করেন ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এর উৎপত্তি হয়। এই শাস্ত্র তাই সকল শাস্ত্রের সার ও শ্রেষ্ঠ। **"স এতং পুরুষমেধ পঞ্চরাত্র যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ"**
(শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩কান্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ অথবা ১৩ কান্ড ৪র্থ প্রপাঠক ১ম ব্রাহ্মণ)

৩) বিষ্ণুসহস্রনাম শঙ্কর ভাষ্য
মহাভারতে বিষ্ণু সহস্রনামে ৬৭ শ্লোকে ও ৫১২ সংখ্যক নাম "সাত্বতাংপতিঃ" এর ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলেছেন **সাত্বতং নাম তন্ত্রং তৎকরোতি তদাচষ্টে ইতি পদং 'সাত্বৎ' তেষা পতির্যোগক্ষেমকরঃ ইতি।** অর্থাৎ সাত্বত নামক একটি তন্ত্র তা যিনি আচরণ ও প্রচার করেন এই অর্থে পদটি হয় সাত্বৎ তাদের পতি। যোগ ক্ষেমকারী অর্থাৎ অলব্ধ বস্তু লাভ করিয়ে তা রক্ষা করেন যিনি সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণ। তাই সাত্বত তন্ত্র যে অতি প্রাচীন শাস্ত্র তা শঙ্করভাষ্য থেকে জানা যায়।

৪) রামায়ণ
পুরাণৈশ্চ বেদৈশ্চ পাঞ্চরাত্রৈস্তথৈব চ ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো নিত্যম্ ক্রতুভিশ্চ যজন্তি তম্॥ রামায়ণ ৭.১৬

৫) অষ্টাদশ পুরাণ
বরাহ পুরাণে ৬৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে
বেদেন পঞ্চরাত্রেণ ভক্ত্যা যজ্ঞেন চ দ্বিজ।
প্রাপ্যোঽহং নান্যথা প্রাপ্যো বর্ষলক্ষশতৈরপি।। ১৮
অনুবাদ:- আমি বেদ পঞ্চরাত্র শাস্ত্রানুসারে ভক্তির দ্বারা যেরূপ প্রাপ্য অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সেইরকম ভাবে সহস্র বছর সাধনের দ্বারাও প্রাপ্য নই।

পঞ্চরাত্রং সহস্রাণা যদি কশ্চিদগ্রহীষ্যতি।
কর্মক্ষয়ে চ মা কশ্চিদ্ যদি ভক্তো ভবিষ্যতি।।
তস্য বেদা পঞ্চরাত্রং নিত্যং হৃদি বসিষ্যতি।।

অনুবাদ:- সহস্র ব্যাক্তির মধ্যে কোনো কোনো ব্যাক্তি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বন করে। কর্মক্ষয়ে সে আমার ভক্ত হয় ও আমাকে লাভ করে। তার হৃদয়ে সর্বদা বেদ ও পঞ্চরাত্র বাস করে।

যদিদং পঞ্চরাত্রং মে শাস্ত্রং পরমদুর্লভম্।
তদ্ভবান্ বেৎস্যতে সর্বং মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।।
অনুবাদ:- আমার কৃপায় তুমি জানতে পারবে এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্র পরমদুর্লভ, ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। এতে কোনো সংশয় নেই।

এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্র গুলি বহু প্রাচীন ও বেদানুসারী তাই প্রামাণিক জগৎ কল্যানের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি সাত্বত তন্ত্র, পৌষ্কর সংহিতা, জয়াখ্য তন্ত্র প্রমুখ দিব্য শাস্ত্র সঙ্কর্ষণ ও শিবের কাছে বলেছেন। শ্রীভগবৎপ্রোক্ত এই তন্ত্র শাস্ত্র গুলির ব্যাখ্যার জন্য ঋষিগণ অন্যান্য কয়েকটি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করেন যথা ঈশ্বর সংহিতা, পাদ্মসংহিতা, পারমেশ্বরসংহিতা। যথা ঈশ্বর সংহিতায় —
সাত্বতং পৌষ্করঞ্চৈব জয়াখ্যঞ্চ তথৈব চ।
এবমাদীনি দিব্যানি শাস্ত্রাণি হরিণা স্বয়ম্।
মূলবেদানুসারেণ প্রোক্তানি হিতকাম্যয়া।
সাত্বতাদ্যং ত্রিকং চৈতদ্ ব্যাপকং মুনিসত্তমা।।
(ঈশ্বর সংহিতা ১/৬৪-৬৬)

সাত্বত তন্ত্র, পৌষ্কর সংহিতা ও জয়াখ্য তন্ত্রের বিধি অনুসারেই এখনো শ্রীযাদবাদ্রী শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ও শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চীতে (প্রাচীন শ্রী হস্তিশৈল বা গজেন্দ্র মোক্ষণ স্থান) ভগবৎসেবা প্রচলিত আছে।
এতৎ তন্ত্রত্রয়োক্তেন বিধিনা যাদবাচলে।
শ্রীরঙ্গে হস্তিশৈলে চ ক্রমাৎ স পূজ্যতে হরিঃ।।

পঞ্চরাত্র শাস্ত্র চার প্রকার।

পঞ্চরাত্র শাস্ত্র চার প্রকার। আগমসিদ্ধান্ত, মন্ত্রসিদ্ধান্ত, তন্ত্রসিদ্ধান্ত, তন্ত্রান্তরসিদ্ধান্ত যথা কল্প, যামল, রহস্য, সংহিতা যথা ঈশ্বর সংহিতায়—
চতুর্ধা ভেদভিন্নোহয়ং পঞ্চরাত্রাখ্য আগমঃ।
পূর্ব্বমাগম সিদ্ধান্তং দ্বিতীয়ং মন্ত্রসংজ্ঞিতম্।
তৃতীয়ং তন্ত্রমিত্যুক্তমন্যৎ তন্ত্রান্তরং ভবেৎ।।
(ঈশ্বর সংহিতায় ২১/৫৬০)

পঞ্চরাত্র

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

তৎ পরব্যুহ বিভব স্বভাবাদি নিরুপণম্।
পঞ্চরাত্রাহ্বয়ং তন্ত্রং মোক্ষৈক ফল লক্ষণম্।।

অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ১১ অধ্যায়

অনুবাদ:- তৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, পর অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ, ব্যুহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বিভব অর্থাৎ অবতার গণ, স্বভাব অর্থাৎ জীবতত্ব এই পাঁচটি রাত্র বা জ্ঞান যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে পঞ্চরাত্র বলে।

প্রধান কয়েকটি পঞ্চরাত্র:- নারদপঞ্চরাত্র, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র,

আগম

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মধ্যে যে শাস্ত্র পঞ্চানন শ্রী সদাশিবের শ্রীমুখ থেকে আগত ও গিরিজা পার্ব্বতী দেবীর কর্ণে গত এবং সর্বান্তর্যামী শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মত সম্মত তাকে আগম বলে।

আগতং পঞ্চবক্ত্রাত্তু গতঞ্চ গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগামমুচ্যতে।।

প্রধান কয়েকটি আগম স্বায়ম্ভূবাগম।

যামল

যেই সকল পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, জ্যোতিষতত্ব, নিত্যকর্ম, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ও যুগধর্ম বর্ণন হয় তাকে যামল বলে।

সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ।
যুগধর্মশ্চ সংখ্যাতো যামলশ্চাষ্টলক্ষণম্।।

প্রধান কয়েকটি যামল:- ব্রহ্মযামল, শ্রীকৃষ্ণযামল, বিষ্ণুযামল।

সংহিতা

যেসব পঞ্চরাত্র শাস্ত্র দ্বাদশ সহস্র বা ততোধিক শ্লোকযুক্ত তাদের সংহিতা বলে।

দ্বিষটসহস্র পর্য্যন্তং সংহিতাখ্যং সদাগমম্।
যে চান্যে চান্তরালা বৈ শাস্ত্রার্থেনাধিকা শতৈঃ।
সর্বেষা সংহিতা সংজ্ঞা বোদ্ধব্যা কমলোদ্ভব।।
পৌষ্কর সংহিতা ৪০/১৫৬

ভগবান শ্রী হয়গ্রীব বললেন হে কমলোদ্ভব ব্রহ্মা যেসকল সাত্ত্বিক আগম শাস্ত্রে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক আছে তাদের সংহিতা বলে। তার মধ্যবর্তী বা অধিক সংখ্যাযুক্ত সকল ও সংহিতা নামে জানবে।
প্রধান কয়েকটি সংহিতা:-
ব্রহ্মসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, অনন্তসংহিতা, প্রহ্লাদসংহিতা, সাত্বতসংহিতা, অগস্ত্যসংহিতা,

তন্ত্র

শ্রুতির যে শাখায় মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, এবং যা ভয় থেকে ত্রাণ করে তাকেই তন্ত্র বলে।

সর্বেঽর্থা যেন তন্যন্তে ত্রায়ন্তে চ ভয়াজ্জনাঃ।
ইতি তন্ত্রস্য তন্ত্রত্বং তন্ত্রজ্ঞা পরিচক্ষতে।।

প্রধান কয়েকটি তন্ত্র:- সনৎকুমারতন্ত্র, সম্মোহন তন্ত্র, সাত্বততন্ত্র, রাধাতন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র,

কৃষ্ণভক্তি বর্ণন মূলক বৈষ্ণব তন্ত্র

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কৃষ্ণ জন্মখন্ডে ১৩২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে পাঁচটি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র কৃষ্ণ মাহাত্ম্য সমন্বিত।

পঞ্চকং পাঞ্চরাত্রাণা কৃষ্ণমাহাত্ম্যপূর্বকম্।
বাশিষ্টং নারদীয়ঞ্চ কাপিলং গৌতমীয়কম্।
পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকম্।

অনুবাদ:- পঞ্চরাত্র সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য যুক্ত পাঁচটি পঞ্চরাত্র শাস্ত্র আছে বাশিষ্ট, নারদীয়, কাপিল, গৌতমীয়, ও সনৎকুমারীয়।

পঞ্চমা সংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতাঃ।
ব্রহ্মণশ্চ শিবস্যাপি প্রহ্লাদস্য তথৈব চ।
গৌতমস্য কুমারস্য সংহিতা পরিকীর্তিতাঃ।

সংহিতা সমূহের মধ্যে পাঁচখানি সংহিতা কৃষ্ণভক্তি বর্ণনযুক্ত। ব্রহ্মসংহিতা,
শিবসংহিতা, প্রহ্লাদসংহিতা,
গৌতমসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা,

এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের কয়েকটি স্বয়ং ভগবান প্রোক্ত যথা সাত্ত্বততন্ত্র, পৌষ্কর ও জয়াখ্যতন্ত্র অন্যগুলি ভগবান এর থেকে জ্ঞানলাভ করে ব্রহ্মা, রুদ্র, ও ঋষিগণ তা প্রবর্তন করেছেন যথা
ঈশ্বরসংহিতা, ভারদ্বাজসংহিতা
সনৎকুমার সংহিতা, পদ্মোদ্ভব সংহিতা

জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং শ্রীহরি সাত্বত, পৌষ্কর, জয়াখ্য, প্রমুখ তন্ত্রশাস্ত্র সমূহ মূলবেদ অর্থাৎ
একায়ন বেদ অনুসারে শ্রী সঙ্কর্ষণ ও শ্রীশিবের কাছে বলেছেন। শ্রী ভগবোৎপ্রোক্ত এই তিনটি তন্ত্রের
বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বরূপ ঈশ্বর সংহিতা, পারমেশ্বর সংহিতা, পাদ্ম সংহিতা নামে তিনটি শাস্ত্র শিব ও অন্যান্য
ঋষিগণ রচনা করেন। এই তন্ত্র তিনটির বিধি অনুসারে আজ ও

পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনা জ্ঞানদং পরম্। ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্টং কাপিলং পরম্।গৌতমীয়ং
নারদীয়মিদং সপ্তবিধং স্মৃতম।।
নারদ পঞ্চরাত্রে ৭টি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের নাম আছে ব্রহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ট, কাপিল, গৌতমীয়, নারদীয়,
অহির্বুধ্ন্য সংহিতার একাদশ অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে স্বয়ং নারায়ণ যে শাস্ত্রে তার পাঁচটি বিস্তার পর,
ব্যুহ, বিভাব, অন্তর্যামীন,ও অর্চাবিগ্রহ, এর বর্ণনা করেছেন তাকে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র বলা হয়।

ভগবানের নির্দেশে শিবজী কল্পিত তন্ত্র রচনা করে জীবকে মোহিত করেন।

প্রথমে একমাত্র পঞ্চরাত্র শাস্ত্র ই ছিল। পরবর্তী কালে এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অনুকরণে বেদবহির্ভূত আচার প্রধান, বিষ্ণুবিদ্বেষী কল্পিত শাস্ত্র রচিত হয়। ভগবানের ইচ্ছাতেই মহাদেব এই সমস্ত কল্পিত শাস্ত্র রচনা করে ভগবদ্ভক্তি থেকে জীবকে বিমুখ করেন তা পদ্মপুরাণেও বর্ণিত আছে—

স্বাগমৈ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্মদ্বিমুখান্কুরু।
মাম চ গোপয় যেন স্যাৎসৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।।

অনুবাদ:- ভগবান নারায়ণ বললেন হে মহাদেব তুমি কলিযুগে কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা জীবকে আমার থেকে বিমুখ করো। বিষ্ণুভক্তি কে গোপন করো যাতে সৃষ্টি উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়।
(পদ্মপুরাণ উত্তর খন্ড ৭২ অধ্যায় ১০৭ শ্লোক।

আনন্দ আশ্রম সংস্করণ পৃ ১৩৯৬)

বরাহ পুরাণে স্বয়ং রুদ্র বলেছেন যেসব জীব মনে করে ব্রহ্মা, বা রুদ্র ভগবান বিষ্ণুর থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র
ঈশ্বর তাদের কে আরো মোহিত করার জন্য আমি ন্যায়, পাশুপত, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র রচনা করি।

যে বেদমার্গনির্মুক্তাস্তেষা মোহার্থমেব চ।
ন্যয় সিদ্ধান্ত সজ্ঞাভির্ময়া শাস্ত্রন্ত দর্শিনম্।।
পাশোঽয়ং পশুভাবস্তু স যদা পতিতো ভবেৎ।
তদা পাশুপতং শাস্ত্রং জায়তে বেদ সংজ্ঞিতম্।। বরাহ পুরাণ ৭০.৪২ পৃ ১২০ সং
অনুবাদ:- আমি সেই সমস্ত বেদ বহির্মুখ জীব কে মোহিত করার জন্য ন্যায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র রচনা করেছি।
পশু বা জীব কে যা বদ্ধ করে সেই মায়া হল পাশ, সেই মায়াবদ্ধ জীব যখন আরো পতিত হয় তখন
তাদের কাছে এই পাশুপত শাস্ত্র বৈদিক সংজ্ঞা লাভ করে।
মায়াবদ্ধ জীবদের যখন তমোগুণ ক্রোধ, লোভ আরো বেড়ে যায় তখন তারা পাশুপত শাস্ত্র কে বৈদিক
মনে করে ও আরো অধঃপতিত হয়।

বরাহ পুরাণে ৭০ অধ্যায়ে মহাদেব কেন এই মোহকর শাস্ত্র প্রচার করেছেন তা ঋষিদের কাছে বর্ণনা
করেছেন— ভগবান জনার্দন আমাকে বলেছেন প্রথম তিনযুগে অধিকাংশ লোক বাসুদেব পরায়ণ হয়ে
আমাকে লাভ করবে। কিন্তু শেষ অর্থাৎ কলিযুগে মৎপরায়ণ লোক দুর্লভ হবে। তাই কলি যুগে মায়ার দ্বারা
আমি বহির্মুখ জীবকে মোহিত করবো।

এবমুক্তস্ততো দেবৈস্তানুবাচ জনার্দনঃ।
যুগানি ত্রীণি বহবো মামুপেষ্যন্তি মানবাঃ।। ৩৩
অন্তে যুগে প্রবিরলা ভবিষ্যন্তি মদাশ্রয়া।
এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনং মোহয়িষ্যন্তি।। ৩৪
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অল্পায়াসং দর্শয়িত্বা মোহয়াশু মহেশ্বরঃ।। ৩৬
অনুবাদ:- হে রুদ্র, হে মহাবাহো, তুমি মোহশাস্ত্র রচনা করে জীবকে অল্পায়াস সাধন পথ দেখিয়ে মোহিত
করো।

তস্মাদারভ্য কালাত্তু মৎপ্রণীতেষু সত্তম।

শাস্ত্রেষ্বভিরতো লোকে বাহুল্যেন ভবেদতঃ।। ৩৮
অনুবাদ:- তারপর থেকে কলি যুগের জীব আমার রচিত শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তা আচরণ করতে
লাগলো।

(যামুনাচার্য্য তার আগমপ্রামাণ্য গ্রন্থে ও মাধ্বাচার্য্য মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয় গ্রন্থে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত
করেছেন।)

বরাহ পুরাণে ঋষিরা প্রশ্ন করেছেন
ঋষয় উচু
মোহনার্থন্ত লোকানা ত্বয়া শাস্ত্রং পৃথককৃতম্।
তত্ত্বয়া হেতুনা কেন কৃতং দেব বদস্ব নঃ।। ৯
অনুবাদ:- ঋষিরা বললেন জীব কে মোহিত করার জন্য তুমি যে পৃথক মোহ শাস্ত্র রচনা করেছ তার উদ্দেশ্য কি? আমাদের কৃপা করে বলো। তার উত্তরে রুদ্র একটি কাহিনী বললেন। দন্ডক বনে গৌতম নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিলেন তার আশ্রমে ধান ও শস্য কখনো ফুরাবেনা। একবার পৃথিবীতে প্রবল খরা হয়। তখন সমস্ত ঋষিরা গৌতম ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঋষি গৌতম তাদের খাদ্য পানীয় দিয়ে বহু বছর সেবা করেন। এদিকে খরা শেষ হলে কিছুদিন পর ঋষিরা গৌতমের কাছে যাওয়ার অনুমতি চায়। কিন্তু তিনি তাদের অনুরোধ করেন তার আশ্রমেই থেকে যেতে ও সেবার সুযোগ দিতে। ঋষিরা তখন একটি ছলনার আশ্রয় নেন। তারা এক মায়া নির্মিত গাভী নির্মাণ করে ঋষি গৌতমের আশ্রমে ছেড়ে দেন। সেই মায়াবী গাভী কে সমস্ত শস্য খেয়ে নিতে দেখে ঋষি গৌতম তাকে জল ছুঁড়ে তাড়াতে যান। কিন্তু জলের আঘাতে মায়াবী গাভী সেখানেই মারা যায়। তখন সব ঋষিরা বলে আপনি গোহত্যা করেছেন তাই আপনার অন্ন আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। এই বলে তারা তার আশ্রম ত্যাগ করে চলে যান। ঋষি গৌতম তখন ধ্যানযোগে বুঝতে পারেন এসব ই তাদের ছলনা। তখন তিনি তাদের অভিশাপ দেন তোমরা কেবল দেখতেই জটা বল্কল ধারী সাধু, তোমরা বেদমন্ত্র সকল ভুলে যাবে, বেদকর্ম করতে পারবেনা।
শশাপ তাঞ্জটাভস্মমিথ্যাব্রতধরাংস্তথা।
ভবিষ্যথ ত্রয়ীবাহ্যা বেদকর্ম বহিষ্কৃতা।। ৩৯
ত্রেতা যুগে তার অভিশাপে জগতে বেদ এর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেলে পুনরায় দ্বাপর যুগে বেদব্যাস বেদ এর মন্ত্র সকল সঙ্কলন করেন। আর সেই সকল ঋষিগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করে। তাদের উদ্ধারের জন্য সপ্তর্ষিগণ উমাপতি মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করেন—
উচুর্মা তে চ মুনয়ো ভবিতারো দ্বিজোত্তমাঃ।

কলৌ ত্বদ্রূপিণঃ সর্বে জটা মুকুটধারিণঃ।।
স্বেচ্ছয়া প্রেতবেশাশ্চ মিথ্যালিঙ্গধরা প্রভো।
তেষামনুগ্রহার্থায় কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং প্রদীয়তাম্।। ৪৮
অনুবাদ:- সেই সকল ঋষিগণ কৈলাসে গিয়ে আমাকে বলল কলিযুগে আপনার মত রূপ ও বেশধারী বহু লোক হবে। যারা মাথায় জটা ধারণ করবে, প্রেতবেশ ও লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করবে। তাদের জন্য আপনি একটি শাস্ত্র রচনা করুন।

তাদের প্রতি দয়া বশত মহাদেব নিঃশ্বাস সংহিতা নামক একটি শাস্ত্র রচনা করেন। যা রজ তমো গুণ যুক্ত ব্যাক্তিদের উদ্ধারের পথ দেখাবে। কিন্তু সেই পাষণ্ডীগণ শিবের রচিত শাস্ত্রের অপব্যাবহার করে নিজেরা শাস্ত্র লিখবে ও শিবের নামে চালাবে।
ময়ৈব মোহিতাস্তে তু ভবিষ্যজ্ঞানতা দ্বিজাঃ।
লৌল্যার্থিনঃ স্বশাস্ত্রাণি করিষ্যন্তি কলৌ নরাঃ।। ৫২
অনুবাদ:- আমার দ্বারা মোহিত হয়ে নিজ স্বার্থের লোভে কলিযুগে তারা শাস্ত্র রচনা করে আরো জীব দের মোহিত করবে। তারা অঘোরী, তান্ত্রিক, কাপালিক নামে পরিচিত হবে।
উচ্ছুষ্মনিরতা রৌদ্রা সুরামাংসপ্রিয়া সদা।
স্ত্রী লোলা পাপকর্মণঃ সম্ভূতা ভূতলেষু তে।। ৫৮
অনুবাদ:- তারা ভয়ঙ্কর রূপ ধারী, সুরা, মাংস, স্ত্রী লোলুপ, পাপ কর্ম সম্ভূত ও হিংসা কর্মে রত থাকবে।

যে রুদ্রামুপজীবন্তি কলৌ বৈদান্তিকা নরাঃ।
লৌল্যার্থিনঃ স্বশাস্ত্রাণি করিষ্যন্তি কলৌ নরাঃ। ৫৫
অনুবাদ:- কলিযুগে বৈদান্তিক গণ অর্থের লোলুপ হয়ে রুদ্রপর ব্যাখ্যা করে শাস্ত্র রচনা করবে। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে থাকিনা।

Bibilography
বরাহ পুরাণ আনন্দ আশ্রম সং pdf 131
Eng Motilal banarasidas ed pdf 184
Mahabharat
মহাভারত হরিদাস দাস সং
ঈশ্বর সংহিতা published by Indira gandhi national centre for arts and Motilal Banarasi dass
publishers new delhi.
বাজসনেয় মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ সায়ণ ভাষ্য ও শ্রী হরিস্বামী ভাষ্য সহ নাগ প্রকাশন দিল্লী, চতুর্থ খন্ড

सम्पूजयध्वं सर्वेषां मोक्षलाभाय भूतले ।
इत्यादिशत्ततस्ते वै विष्णोराज्ञानुवर्तिनः ॥ ५१७ ॥
सुदर्शनाद्याः हेतीशाः पञ्च ब्रह्मर्षिरूपतः ।
समुत्पन्ना क्षितितले पौण्ड्रवर्धनस्थलादिषु ॥ ५१८ ॥
पञ्चायुधांशास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चौपगायनः ।
मौञ्ज्यायनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥ ५१९ ॥
ते मिलित्वा समालोच्य विष्णोराराधनेच्छया ।
अभिसंगम्य तोताद्रौ तपश्चक्रुस्सुदुस्तरम् ॥ ५२० ॥
तेषां तु तपसा तुष्टो वासुदेवो जगत्पतिः ।
लक्ष्म्या सार्धं खगेशानामधिरुह्य कृपानिधिः ॥ ५२१ ॥
आजगाम गिरिश्रेष्ठं यत्र सन्ति मुनीश्वराः ।
ततस्ते मुनिशार्दूला दृष्ट्वायान्तं जगत्पतिम् ॥ ५२२ ॥
शङ्खचक्राङ्कितकरं कोटिसूर्यसमप्रभम् ।
पुलकाङ्कितसर्वाङ्गा आनन्दाश्रुसमन्विताः ॥ ५२३ ॥
प्रणर्तन्तस्तुवन्तश्च गायन्तश्च परस्परम् ।
प्रदक्षिणं च कुर्वन्तः प्रणेमुः पुरुषोत्तमम् ॥ ५२४ ॥
आनन्दाम्बुधिसम्पन्नानेतान्वीक्ष्य श्रियः पतिः ।
उवाच करुणं वाक्यं मेघगम्भीरया गिरा ॥ ५२५ ॥

श्रीभगवान् –

ऋषयः तपसा युष्मत्कृतेनानन्यचेतसा ।
सन्तुष्टोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि वृणीध्वमभिवाञ्छितम् ॥ ५२६ ॥
इति तद्वचनं श्रुत्वा ऋषयो हृष्टमानसाः ।
बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे प्रत्यूचुर्विनयान्विताः ॥ ५२७ ॥
अधीताः सकला वेदाः शास्त्राणि विविधानि च ।
मोक्षोपायं न जानीमस्ततस्त्वां शरणं गताः ॥ ५२८ ॥
इहैवानुग्रहं कर्तुमर्हसि त्वं दयानिधे ।
इति संप्रार्थितो देवः करुणामृतवारिधिः ॥ ५२९ ॥

तदानीमेव योगीन्द्रान् शाण्डिल्यादींस्तु दीक्षया ।
संस्कृत्य चाभिषिच्याथ स्वयमेव जगत्पतिः ॥ ५३० ॥
आद्यमेकायनं वेदं रहस्याम्नायसंज्ञितम् ।
दिव्यमन्त्रक्रियोपेतं मोक्षैकफललक्षणम् ॥ ५३१ ॥
पञ्चापि पृथगेकैकदिवारात्रं जगत्प्रभुः ।
अध्यापयामास यतस्ततस्तन्मुनिपुङ्गवाः ॥ ५३२ ॥
शास्त्रं सर्वजनैर्लोके पञ्चरात्रमितीर्यते ।
तदर्थांश्चोपदिश्याथ तानुवाचेदमच्युतः ॥ ५३३ ॥
एष एकायनो वेद उपदिष्टो मया द्विजाः ।
मोक्षायनाय वै पन्था एतदन्यो न विद्यते ॥ ५३४ ॥
तस्मादेकायनं चैनं[७७] प्रवदन्ति मनीषिणः ।
एतदुक्तविधानेन दिव्यक्षेत्रादिषु स्थितम् ॥ ५३५ ॥
स्वयंव्यक्तादिरूपेण यजध्वं मुनिपुङ्गवाः[७८] ।
स्वार्थे परार्थयजने यूयं मुख्याधिकारिणः ॥ ५३६ ॥
युष्मद्वंश्याश्च ये विप्राः तेऽभिषेच्या यथाविधि ।
तेऽपि स्वार्थे परार्थे च भवेयुरधिकारिणः ॥ ५३७ ॥
एष कार्तयुगो धर्मः प्रतिबुद्धैर्निषेवितः ।
त्रेतादौ मन्दसञ्चारो भविष्यति मुनीश्वराः ॥ ५३८ ॥
त्रेतायुगादौ सर्वेऽपि नानाकामसमन्विताः ।
व्यामिश्रयाजिनो भूत्वा त्यजन्त्याद्यं सनातनम् ॥ ५३९ ॥
अन्तर्दधाति सर्वोऽयं वेद एकायनाभिधः ।
ततो योग्याय भगवान् प्रादुर्भावयति स्वयम् ॥ ५४० ॥
इत्युक्त्वान्तर्दधे देवो वासुदेवः सनातनः ।
तदा प्रभृति ते सर्वे शाण्डिल्याद्या मुनीश्वराः ॥ ५४१ ॥
आद्यं भागवतं धर्ममादिभूते कृते युगे ।
अनुतिष्ठन्ति सर्वेऽपि मानवाश्च मुनीश्वराः ॥ ५४२ ॥

७७. नाम – पा
७८. संयजध्वं मुनीश्वराB, – C, D

अथ षष्ठेऽध्याये प्रथमं ब्राह्मणम् ।
चतुर्थप्रपाठके च प्रथमं ब्राह्मणम् ।
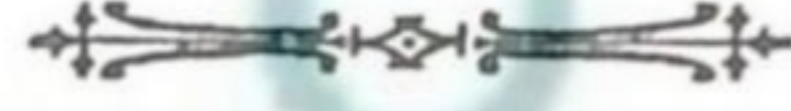
पुरुषो ह नारायणोऽकामयत । (ता) अतितिष्ठेयꣳ सर्व्वाणि भूता-न्यहमेवेदꣳ सर्व्वꣳ स्यामिति सऽ एतम्पुरुषमेधम्पञ्चरात्रं यज्ञक्रतु-मपश्यत्तमाहरत्तेनायजत तेनेष्ट्वाऽत्यतिष्ठत्सर्व्वाणि भूतानीदꣳ सर्व्व-मभवदतितिष्ठति सर्व्वाणि भूतानीदꣳ सर्व्वम्भवति यऽएवं विद्वान्पुरुष-मेधेन यजते यो वैतदेवम्वेद ॥ १ ॥

तस्य त्रयोविꣳशतिर्दीक्षाः । (०) द्वादशोपसदः पञ्च सुत्याः सऽएष चत्वारिꣳशद्रात्रः सदीक्षोपसत्कश्चत्वारिꣳशदक्षरा विराट्तद्विराजमभि-सम्पद्यते ततो विराडजायत विराजोऽअधि पूरुष ऽइत्येषा वै सा विराडेतस्याऽ एवैतद्विराजो यज्ञम्पुरुषञ्जनयाति ॥ २ ॥

अथ पुरुषमेधः ।

पुरुषो ह नारायणोऽकामयत । अतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि । अहमेवेदं सर्वं स्यामिति । स एतं पुरुषमेधं पंचरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत् । तमाहरत् । तेनायजत । तेनेष्ट्वा, अत्यतिष्ठत् सर्वाणि भूतानि । इदं सर्वमभवत् । अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानि । इदं सर्वं भवति । य एवं विद्वान् पुरुष-मेधेन यजते । यो वा एतदेवं वेद ॥ १ ॥

तस्य त्रयोविंशतिर्दीक्षाः । द्वादशोपसदः । पंच सुत्याः । स एष चत्वारिंशद्रात्रः सदीक्षो-पसत्कः । चत्वारिंशदक्षरा विराट् । तद्विराजमभिसंपद्यते । "ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः"–(वा. सं. ३१ । ५) इति । एषा वै सा विराट् । एतस्या एवैतद्विराजो यज्ञं पुरुषं जनयाति ॥ २ ॥

पुरुषो ह नारायणोऽकामयत । अत्राध्याये पुरुषमेध उच्यते । परत्र सर्वमेधः । अधुना उपन्यस्तसंख्याकः चत्वारिंशतां रात्रीणां समूहः सह दीक्षोपसद्रात्रिभिः चत्वारिंशद्रात्रो भवति । ततस्तत्पूर्वोपन्यस्तपंचरात्रत्वेन विनिहन्यत इत्यभिप्रायः । चत्वारिंशदक्षरा विराट् यतः । तत् विराजमभिसंपद्यत इति । तत् तेन चत्वारिंश-द्रात्रं विराजमुपपद्यते । संगच्छते च राजा मंत्रब्राह्मण इति सहस्रपुराणाधिमहाभाग्यः सर्गांतरे शयनावस्थायां कामितवान् । सर्वाणि भूतानि । धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यप्राप्तिप्राकाम्यादिभिश्च गुणैः अतीत्य तिष्ठेयम् । कृतकर्तव्यः सन्नमेध्यस्वः स्यामित्यर्थः । अहमेव च इदं सर्वं चेतनाचेतनं स्यां भवेयम्, मम चित्तानुविधायि इदं सर्वं स्यादि-त्यर्थः । स एतं प्रकारे प्रमाणं पुरुषमेधाख्यं यज्ञक्रतुं एतच्छास्त्रानुसारेणैव, नारायणत्वं प्राप्नुयाम् यं अपश्यत्,

সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে! বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥৬৩॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ॥৬৪॥
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন ॥৬৫॥
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥৬৬॥
পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ! জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

সাংখ্যমিতি। এতানি সাংখ্যাদ্যুক্তানি ॥৬৩॥

সাংখ্যস্যেতি। হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, বেত্তা জ্ঞাতা ॥৬৪॥

অপেতি। প্রাচীনগর্ভং নাম ॥৬৫॥

উমেতি। বক্তুর্বহুবিশেষণং গৌরবসূচনার্থম্। শিবস্য ব্রহ্মপুত্রত্বং পরাধ্যায়েঽপি দ্রষ্টব্যম্। জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং শাস্ত্রম্, ইদমেব তন্ত্রশাস্ত্রমিত্যাখ্যায়তে ॥৬৬॥

পাঞ্চেতি। বেত্তা বেদনেন বক্তা, ভগবান্ নারায়ণঃ, দৃশ্যতে সর্ব্বো বিষয় ইতি শেষঃ ॥৬৭॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতব্যং বক্তুং প্রতিজানীতে—এষ ত ইতি ॥৬২॥ নানামতানি ভিন্নপ্রস্থানানি ॥৬৩॥ সর্ব্বেষাং প্রামাণ্যসিদ্ধয়ে বিশিষ্টকর্তৃকত্বেন সর্ব্বাণি স্তৌতি—সাংখ্যস্যেত্যাদিনা ॥৬৪—৬৭॥ আগমং বেদং

নিকট যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শ্রবণ করুন ॥৬২॥

রাজর্ষি! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত নামে নানা ব্যক্তির অভিমত এই সকল জ্ঞানও আপনি অবগত হউন ॥৬৩॥

সাংখ্যজ্ঞানের বক্তা কপিল, তাঁহাকে মহর্ষি বলা হয়; আর যোগের অভিজ্ঞ একমাত্র ব্রহ্মা, কিন্তু পুরাতন আর কেহই তাহার অভিজ্ঞ ছিল না ॥৬৪॥

অপান্তরতমা ঋষিকে বেদের আচার্য্য বলা হয়, কিন্তু কেহ কেহ সেই ঋষিকে প্রাচীনগর্ভও বলিয়া থাকেন ॥৬৫॥

উমাপতি, ভূতপতি, শ্রীকণ্ঠ ও ব্রহ্মার পুত্র শিব, অনাকুল থাকিয়া এই পাশুপত শাস্ত্র (তন্ত্রশাস্ত্র) বলিয়াছেন ॥৬৬॥

तं दृष्ट्वा विस्मिताः सर्वे याजका ऋषयोऽभवन् ।
जयशब्दरवांश्चक्रुः सामऋग्यजुषां स्वनन् ॥ ४ ॥

कृत्वोचुस्तं तदा देवं किमिदं परमेश्वर । एकस्यामेव मूर्त्तौ ते लक्ष्यन्ते चित्तमूर्त्तयः ॥

रुद्र उवाच

यज्ञेऽस्मिन्यद्धुतं हव्यं मामुद्दिश्य महर्षयः । ते त्रयोऽपि,वयं भागं गृह्णीमः कविसत्तमाः॥
नास्माकं विविधो भावो वर्त्तते मुनिसत्तमाः । सम्यग्दृशः प्रपश्यन्ति विपरोतेष्वनेकशः॥
एवमुक्तं तु रुद्रेण सर्वे ते मुनयो नृप । पप्रच्छुः शङ्करं देवं मोहशास्त्रप्रयोजनम् ॥ ८ ॥

ऋषय ऊचुः

मोहनार्थन्तु लोकानां त्वया शास्त्रं पृथक्कृतम् । तत्त्वया हेतुना केन कृतं देव वदस्व नः॥

रुद्र उवाच

अस्त्येके भारते वर्षे वनं दण्डकसंज्ञितम् । तत्र तीव्रन्तपो घोरं गौतमो नाम वै द्विजः॥
चकार तस्य ब्रह्मा तु परितोषं गतः प्रभुः । उवाच तं मुनिं ब्रह्मा वरं ब्रूहि तपोधन ॥११॥
एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणा लोककर्त्तृणा । उवाच शस्यपङ्क्तिर्मे धान्यानां देहि सङ्गता ॥

एवमुक्तो ददौ तस्य तमेवार्थं पितामहः ॥ १२ ॥
लब्ध्वा तु तं वरं विप्रः शतशृङ्गे महाश्रमम् ।
चकार तस्योपमि च पाकान्ते शालयो द्विजः ॥

लूयन्ते तेन मुनिना मध्याह्ने पच्यते तथा । सर्वातिथ्यमसौ विप्रो ब्राह्मणेभ्यो ददत्यलम्॥
कस्यचित्त्वथ कालस्य महती द्वादशाब्दिका । अनावृष्टिर्द्विजवर अभवल्लोमहर्षिणी ॥१५॥
तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे अनावृष्टिं वनेचराः । क्षुधया पीड्यमानाश्च प्रययुर्गौतमं तदा ॥१६॥
अथ तानागतान्दृष्ट्वा गौतमः शिरसा नतः । उवाच स्थीयतां मह्यं गृहे मुनिवरात्मजाः॥
एवमुक्तास्तु ते तेन तस्थुर्विविधभोजनम् । भुञ्जमानामनावृष्टिर्याबत्सा निवृत्ताऽभवत्॥
निवृत्तायाञ्च ते तस्यामनावृष्ट्यान्तु ते द्विजाः । तीर्थयात्रानिमित्तन्तु प्रयातुमनसोऽभवन्॥

तत्र शाण्डिल्यनामानं तापसं मुनिसत्तमम् ।
प्रत्युवाचेति सञ्चिन्त्य मारीचः परमो मुनिः ॥ २० ॥

मारीच उवाच

शाण्डिल्य शोभनं वक्ष्ये पिता ते गौतमो मुनिः ।
तमनुक्त्वा न गच्छामस्तपश्चर्त्तुं तपोवनम् ॥ २१ ॥
एवमुक्तेऽथ जहसुः सर्वे ते मुनयस्तथा ।
किमस्माभिः स्वकोऽदेहो विक्रीतोऽस्यान्नभक्षणात् ॥ २२ ॥

एवमुक्त्वा पुनश्चोचुः सोपाधिं गमनम्प्रति । कृत्वा मायामयीं गान्तु तच्छालायां व्यसर्जयन्॥
तां चरन्तीं ततो दृष्ट्वा शालायां गौतमो मुनिः ।
गृहीत्वा सलिलं पाणौ प्राणिरुद्रेत्यभाषत । ततो मायामयी सा गौः पपात जलबिन्दुवत् ॥

मुक्तिभाजस्ततो देवास्तं दध्युः प्रयता हरिम् ।
सोऽपि सर्वगतत्वाच्च प्रादुर्भूतः सनातनः ॥ ३० । ३१ ॥

उवाच ब्रूत किङ्कार्यं सर्वे योगिवराः सुराः । ते तं प्रणम्य देवेशमूचुश्च परमेश्वरम् ॥३२॥
देवदेव जनः सर्वो मुक्तिमार्गे व्यवस्थितः । कथं सृष्टिश्च भविता नरकेषु च को वसेत्॥
एवमुक्तस्ततो देवैस्तानुवाच जनार्दनः । युगानि त्रीणि बहवो मामुपेष्यन्ति मानवाः ॥

अन्त्ये युगे प्रविरला भविष्यन्ति मदाश्रयाः ।
एष मोहं सृजाम्याशु यो जनं मोहयिष्यति ॥ ३५ ॥
त्वञ्च रुद्र महाबाहो मोहशास्त्राणि कारय ।
अल्पायासं दर्शयित्वा मोहयाशु महेश्वरः ॥ ३६ ॥

एवमुक्त्वा तदा तेन देवेन परमेष्ठिना । आत्मा तु गोपितः सद्यः प्रकाशोऽहंकृतस्तदा॥
तस्मादारभ्य कालात्तु मत्प्रणीतेषु सत्तम । शास्त्रेष्वभिरतो लोको बाहुल्येन भवेदतः ॥

वेदानुवर्त्तिनं मार्गं देवं नारायणन्तथा ।
एकोभावञ्च पश्यन्तो मुक्ताश्चैव भवन्ति ते ॥ ३९ ॥
मां विष्णोर्व्यतिरिक्तं ये ब्रह्मणश्च द्विजोत्तम ।
भजन्ते पापकर्माणस्ते यान्ति नरकं नराः ॥ ४० ॥

ये वेदमार्गनिर्मुक्तास्तेषां मोहार्थमेव च । नयसिद्धान्तसंज्ञाभिर्मया शास्त्रन्तु दर्शितम् ॥

पाशोऽयं पशुभावस्तु स यदा पतितो भवेत् ।
तदा पाशुपतं शास्त्रं जायते वेदसंज्ञितम् ॥ ४२ ॥

वेदमूर्त्तिरहं विप्र नान्यशास्त्रार्थवादिभिः । ज्ञायते मत्स्वरूपन्तु मुक्त्वा देवमनादिवत् ॥
वेदवेद्योऽस्मि विप्रर्षे ब्राह्मणैश्च विशेषतः । युगानि त्रीण्यहं विप्र ब्रह्मा विष्णुस्तथैव च ॥

त्रयोऽपि सत्त्वादिगुणास्त्रयो वेदास्त्रयोऽग्नयः ।
त्रयो लोकास्त्रयः सन्ध्यास्त्रयो वर्णास्तथैव च ॥ ४५ ॥

सवनानि तु तावन्ति त्रिधा बद्धमिदं जगत् । य एवं वेत्ति विप्रर्षे परं नारायणं तथा ॥
अपरं पद्मयोनिन्तु ब्रह्माणं त्वपरन्तु माम् । गुणतो मुख्यतस्त्वेक एवाहं मोह इत्युभे ॥

इति वाराहपुराणे रुद्रगीतासु सप्ततितमोऽध्यायः ।

एकसप्ततितमोऽध्यायः

अगस्त्य उवाच

एवमुक्तास्ततो देवा ऋषयश्च पिनाकिना । अहञ्च नृपते तस्य देवस्य प्रणतोऽभवम् ॥
प्रणम्य शिरसा देवं यावत्पश्यामि हे नृप । तावत्तस्यैव रुद्रस्य देहस्थं कमलासनम् ॥२॥
नारायणञ्च हृदये त्रसरेणुसुसूक्ष्मकम् । ज्वलद्भास्करवर्णाभं पश्यामि भवदेहतः ॥ ३ ॥

स्वर्गं गच्छन्ति पितरो निरये पतिता अपि। स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य मुक्तिभाजो न संशयः।
त्वं ख्यातिं महतीं प्राप्य मुक्तिं यास्यसि शाश्वतीम् ॥ ४६ ॥
एवमुक्ताथ मुनयो ययुः कैलासपर्वतम्। यत्राहमुमया सार्द्धं सदातिष्ठामि सत्तमाः ॥
ऊचुर्मां ते च मुनयो भवितारो द्विजोत्तमाः। कलौ त्वद्रूपिणः सर्वे जटामुकुटधारिणः॥
स्वेच्छया प्रेतवेषाश्च मिथ्यालिङ्गधराः प्रभो। तेषामनुग्रहार्थाय किञ्चिच्छास्त्रं प्रदीयताम्।
ये चास्मद्वंशजाः सर्वे वर्त्तयुः कलिपीडिताः ॥ ४९ ॥
एवमभ्यर्थितस्तैस्तु पुराहं द्विजसत्तम। वेदक्रियासमायुक्तां कृतवानस्मि संहिताम् ॥
निःश्वासाख्यां ततस्तस्यां लीना बाभ्रव्यशाण्डिलाः।
अल्पापराधं श्रुत्वैव गतास्ते दाम्भिकाभवन् ॥ ५१ ॥
मयैव मोहितास्ते तु भविष्यज्ज्ञानता द्विजाः।
लौल्यार्थिनः स्वशास्त्राणि करिष्यन्ति कलौ नराः ॥ ५२ ॥
निश्वाससंहितायां हि लक्षमात्रं प्रमाणतः। सैव पाशुपती दीक्षा योगः पशुपतेस्तथा ॥
एतस्माद्वेदमार्गाद्धि यदन्यदिह जायते। तत्क्षुद्रकर्म विज्ञेयं रौद्रं शौचविवर्जितम् ॥५४॥
ये रुद्रामुपजीवन्ति कलौ वैदान्तिका नराः।
लौल्यार्थिनः स्वशास्त्राणि करिष्यन्ति कलौ नराः।
उच्छुष्मरुद्रास्ते ज्ञेया नाहन्तेषु व्यवस्थितः ॥ ५५ ॥
भैरवेण स्वरूपेण देवकार्ये यदा पुरा। नर्त्तितन्तु मया सोऽयं सम्बन्धः क्रूरकर्मणाम् ॥
क्षयं निनीषता दैत्यान्सोऽट्टहासो मया कृतः।
यः पुरा तत्र ते मह्यां पतिता अश्रुविन्दवः।
असंख्यातास्तु ते रौद्रा भवितारो महीतले ॥ ५७ ॥
उच्छुष्मनिरता रौद्राः सुरामांसप्रियाः सदा।
स्त्रीलोलाः पापकर्माणः सम्भूता भूतलेषु ते।
तेषां गौतमशापाद्धि भविष्यन्त्यन्वये द्विजाः ॥ ५८ ॥
तेषां मच्छासनरताः सदाचाराश्च ये द्विजाः।
स्वर्गश्चैवापवर्गश्च इत्युक्त्वा संशयात्पुरा। वैदान्तिकाऽधो यास्यन्ति मम सन्ततिदूषकाः॥
प्राग्गौतमोऽग्निना दग्धाः पुनर्मद्वचनाद् द्विजाः।
नरकन्तु गमिष्यन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ ६० ॥

रुद्र उवाच

एवं मया ब्रह्मसुताः प्रोक्ता जग्मुर्यथागतम्।
गौतमोऽपि स्वकं गेहं जगामाशु परन्तपाः ॥ ६१ ॥
एतद्वः कथितं विप्रा मया धर्मस्य लक्षणम्।
एतस्माद्विपरीतो यः स पाषण्डरतोऽभवत् ॥ ६२ ॥
इति वाराहपुराणे रुद्रगीतासु एकसप्ततितमोऽध्यायः।